দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 JAN 1988 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

0C3

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : বুধবার, ৫ই মাঘ, ১৩৯৪ : ২০শে জানুয়ারী, ১৯৮৮

নকল ও পরীক্ষাকেন্দ্র

পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিলের প্রতিবাদে ডোমারের একদল ছাত্র সেখানকার উপজেলা চেয়ারম্যান, নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনারের অফিস ভাংচুর করেছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে। ব্যাপারটি শিক্ষার বিশেষত পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত বলে চিন্তার ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার দাবী রাখে। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ নকলের হিড়িকের অভিযোগে দেশের বিভিন্ন স্থানের বেশ কিছুসংখ্যক পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল করেছেন। উপরোল্লিখিত খবরে বলা হয়েছে যে গত বছর ব্যাপক নকল ও আইন-শৃংখলা বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ডোমারসহ ছয়টি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করে সেগুলিকে অন্যান্য কেন্দ্রের সঙ্গে যোগ করে দিয়েছে। নকল প্রতিরোধের জন্য গৃহীত এই ব্যবস্থাকে অন্যায় বা অবিচারমূলক বলে অভিহিত করা যায় না কোনমতেই।

এই সত্য অনস্বীকার্য যে নিজ এলাকায় পরীক্ষাকেন্দ্র থাকলে পরীক্ষার্থীদের নানারকম সুবিধা হয়। অন্যত্র গিয়ে পরীক্ষা দিতে হলে তাদের যেমন খরচ বাড়ে, তেমনি লেখা-পড়ারও অসুবিধায় পড়তে হয়। এছাড়া পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়ার কারণেও নতুন নতুন পরীক্ষাকেন্দ্র খোলা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু মফঃস্বল অঞ্চলের কোন কোন পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার নামে যে প্রহসন ঘটে, এর পর সেখানে পরীক্ষাকেন্দ্র রাখার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না।

বিভিন্ন পরীক্ষার সময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায় যে কোন কোন পরীক্ষাকেন্দ্রে অবাধে নকল চলে। গণ-টোকাটুকি তো হয়ই, বাহির থেকেও নানাভাবে উত্তর সরবরাহ আসে। বই খুলে দেওয়া হয় নকল করার জন্য। কোন কোন ক্ষেত্রে একজনের পরীক্ষা অন্যজনে দেয়। এমনকি খাতা বদলও হয় অনেক ক্ষেত্রে। নকলের এসব সুবিধা যেসব কেন্দ্রে আছে, সেগুলিতে পরীক্ষার্থীদের দারুণ ভিড়। কোথাও কোথাও পরীক্ষা পাসের চুক্তিতে মোটা টাকার বিনিময়েও ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। এ ধরনের পরীক্ষা কেন্দ্রকে পরীক্ষাকেন্দ্র না বলে নকলকেন্দ্র বলাই উচিত। শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থে এই নকলকেন্দ্র নির্মূল করা দরকার।

পরীক্ষায় ব্যাপক ও অবাধ নকল চলার ফলে আমাদের শিক্ষার সর্বনাশ ঘটছে। 'টুল-টেবিল' পাস করার ফলে শিক্ষামানের উদ্বেগজনক অবনতি ঘটছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সত্যিকার মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা। প্রতিযোগিতায় তারা পেছনে পড়ে যাচ্ছে। শিক্ষামানের অবনতির ফলে জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে।

ডোমারের যে ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাকেন্দ্রে নকল হয়েছে কিনা, এটা সবার আগে বিবেচনা করা উচিত ছিল তাদের। দেশের ও শিক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে নকল বন্ধের সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ কেবল অপরিহার্যই নয়, একান্ত জরুরীও। কারণ শিক্ষার সর্বনাশসাধনকারী নকল নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষাবিস্তারের সকল প্রচেষ্টা এবং খোদ শিক্ষাই অর্থহীন হয়ে থাকবে।